মিনি গল্প

আমার অন্তরে তুমি

চাদপুর আশিকাঠি গ্রামের মৌসুমীকে বলছি। সেই ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সে থেকে আমার পুরো অন্তরটা জুড়ে শুধু তুমি। জানি না কি অপরাধে তুমি আমাকে তোমার অন্তরে স্থান দাওনি। মৌসুমী, সবাই ভালোবাসা দিবস পালন করে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আর আমি আমার ভালোবাসা দিবস পালন করি ১৫ মার্চ। কারণ আমার জীবনে প্রথম ভালোবাসা এসেছিল ওই দিনটিতে।

মৌসুমী, দেশে থাকতে যেভাবে ভালোবাসা দিবস পালন করতাম, বিদেশ এসেও সেভাবে পালন করছি। কয়েকটা গোলাপ ফুল, একটা কেক ও কয়েকটা মোম জ্বালিয়ে এক মিনিট চোখ বন্ধ করে তোমার কথা মনে করি। মৌসুমী, আমি তো তোমাকে অসৎ দৃষ্টিতে ভালোবাসিনি। সৎ দৃষ্টিতে ভালোবেসেছি তবু কেন আমাকে তুমি তোমার অন্তরে স্থান দাওনি? মৌসুমী, পৃথিবীর বুকে যতোদিন বেচে থাকি ততোদিন তোমাকে ভালোবেসে যাবো। আমার এই অন্তরে অন্য কাউকে স্থান দেবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।

নজরুল ইসলাম, হাফার, *সউদি আরব থেকে*

মাদাম টুশো- র মিউজিয়াম

ইংল্যান্ডের মাদাম টুশোর–এর বিখ্যাত মোমের মিউজিয়াম। ভীষণ অভিভূত হয়েছিলাম সেই মোমের মিউজিয়ামটি নিজের চোখে দেখে। বিশ্ববিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বদের অবিকল মোমের মূর্তিগুলো এতো প্রাণবন্ত যে, যার পাশেই গিয়েছি সেখানেই ধোকা খেয়েছি, ভেবেছি, এখনই বুঝি এরা কথা বলে উঠবেন।

এখানে এতো সব বিশ্ববিখ্যাত মানুষ একই ছাদের তলায় হাজার হাজার দর্শনার্থীদের ওয়েলকাম জানাচ্ছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। সত্যিই, আমি অভিভূত হয়েছিলাম সেদিনের সেই মোমের মানুষকে দেখে যারা অত্যন্ত শান্তিতে রয়েছে। এরা মূর্তি বলেই হয়তো এতো সুখী।

ফেরদৌসী সাকলায়েন পুন্নি, *জার্মানি থেকে*

ধূসর

একদিন শুনি, ভাবীকে ঢাকা মেডিকালের মানসিক রোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। গেলাম মেডিকালে। গিয়ে দেখি ভাবীর মা জানালার ধারে দাড়িয়ে আছেন। মামা–মামি কাউকে দেখলাম না।

ভাবী ফ্লোরে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। হাত দুটি খাটের স্ট্যান্ডে বাধা। কিছু একটা অনবরত বলছেন। শোনা যায়। কিন্তু বোঝা যায় না। হাত–পায়ের রগ দেখা যাচ্ছে। হাড়গুলো উকি দিচ্ছে। ভরাট শরীর আর নেই। চোখের নিচে কালো দাগ। গালে মেছতার মতো ছাপ। মুখ দিয়ে থুথু বের হচ্ছে।

নার্স ডেকে বেড়ে তুললাম। দুই হাত, দুদিকে। দুই পা দুদিকে খাটের কোণায় বাধা হলো। খাবার খাচ্ছে না, ওষুধও খায় না। জোর করে মুখে দিলে থু করে ফেলে দেয়। নাক দিয়ে পাইপ দেয়া হলো। ওষুধ, তরল খাবার এভাবে খাওয়ানো শুরু হলো।

বাদলভাইকে চিঠিতে জানালাম এবং দেশে আসতে বললাম। চিঠি দেয়ার দুই মাস পর এলেন। ততোদিন ভাবী কিছুটা সুস্থ। বাদলভাই এসেই ভাবীকে নিয়ে চলে গেলেন।

সেই থেকে ভাবীর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। দেশে এলেও বিভিন্ন কারণে তার সামনে দাড়াতে পারি না। শুনেছি বেশ আছেন। কিন্তু আমি ভালো নেই। কারণ তিনি যে ঘুণ আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন তা আজো কুড়ে কুড়ে খায়। সজীবতা হারিয়ে আমার জীবন এখন ধূসর পাণ্ডুলিপি।

এস. এম. এল হোসেন, *গাজীপুর থেকে*

ঈর্ষা

মরুভূমির শুকনো হাওয়ায় রসবোধ নেই বললেই চলে। তাই ভালোবাসায় সিক্ত একখানা পত্রিকা থেকে কিছু কিছু লাইন ধার করে যুৎসই একখানা চিঠি লিখছিলাম গিন্নিকে। কিন্তু নির্বোধের মতো তাতে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা চিন্তা করে একটু কৃচ্ছ্র সাধনের উপদেশ দিয়েছিলাম। ব্যস, মুহূর্তেই ভালোবাসা শেষ! তার কথা, রাজউক–এর একজন পিয়ন বা সুপারভাইজার, বিদ্যুতের লাইনম্যান অথবা মিটার রিডার কিংবা এ রকম সামান্য বেতনের কর্মচারী যদি তোমার চেয়ে ভালো থাকে, ভালো খায় তাহলে তোমার মতো শিক্ষিত স্বামী দিয়ে কি করবো? সার্টিফিকেট ধুয়ে পানি খাবো? নাকি তীর্থের কাকের মতো সকলের মুখ চেয়ে বসে থাকবো?

দুঃখ করে বলেছে, তার বাবা নাকি তাকে আমার হাতে দিয়ে তার জীবনটাই মাটি করে দিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে লিখলাম, প্রবাসে বসে তো আর দেশের সব কিছু জানা যায় না। তাই একটু সামলিয়ে চলো।

তার উত্তরে সে কলমে ঝাকি দিয়ে একটু বেশি পরিমাণ কালি এনে লিখলো, কেন, সব কিছু জানো না?

আমাদের দেশের এক সাংবাদিক আজীবন প্রবাসী থেকেও সকল অঘটন, কুঘটন, ধর্ষণ, রাহাজানি করে। গন্ড গ্রামের পাড়া–প্রতিবেশীর কথোপকথন পর্যন্ত কল্পনার চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখে নিয়ে দেশ বিদেশের স্বনামধন্য পত্রপত্রিকায় উদগীরণ করে যাচ্ছে আর তুমি দেশে বছর বছর এসেও কিছুই জানো না!

তখন আমিও একটু কল্পনা করলাম, আমার প্রিয়তমার উড়নাচন্ডি রণভঙ্গি – সত্যিই ভড়কে গেলাম! সেই সঙ্গে এও কল্পনা করলাম, যদি আমার ছোট সোনামণি চিঠি লেখে তবে হয়তো একটু শান্তি পাবো। কারণ ওর তো এখনো ঈর্ষা জন্মায়নি।

মাহফুজ, *রিয়াদ, সউদি আরব থেকে*

বিয়ে

শুনেছি, দেখেছি, ছেলেকে বিয়ে করালে মেয়েপক্ষ ছেলেকে অনেক কিছু দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, লন্ডনি একটা মেয়েকে দেশের ছেলে বিয়ে করলে জায়গা–সম্পত্তি নগদ টাকা, এমনকি অনেকের বাসার জায়গাও মেয়ের নামে দিয়ে দেন। পরবর্তীকালে ছেলে লন্ডন গেলে, মেয়েপক্ষ ছেলেকে দিয়ে বাসার বাজার, কাজকর্ম করিয়ে থাকে।

আমার প্রশ্ন, লন্ডনে অনেক পরিবার রয়েছে। সেখানে অনেক ছেলেমেয়েও রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ের কাজে লন্ডনে সম্পাদন না করে দেশে এসে ভিড় জমান। আর দেশে এলে আমাদের লোভী মা, বাপ, ভাই–বোন তাদের পাল্লায় পড়ে যে কোনো কিছু করতে রাজি হয়ে যান।

আমার নিজের চোখে দেখা নবীগঞ্জ শহরে পাঞ্জারাই গ্রামের সুন্দরী সতেরো বছরের যুবতীকে পঞ্চাশ বছরের লন্ডন প্রবাসী এক পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া হয়। পরে জানা গেল, ওই লোক আরো দুইটি বিয়ে করেছে। দুঃখ হয়, মানবতার নামে, সুখের নামে এ কোন খেলা!

মোহাম্মদ জলিলউদ্দিন রইছ, *সউদি আরব থেকে*

স্পন্দন

মাঝে মাঝে মনে হয় তোমায় রাখি লুকিয়ে
আমার হৃদয়ের বাস নিলয়ে।
যদি তা না হয় সখী
তবে মনে রেখো, আরেক জনমে আমি
তোমার হৃদস্পন্দন হবোই।

ওসমান ফরহাদ, *রিয়াদ, সউদি আরব থেকে*

প্রিয় দেশ

অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা সার্বিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ উন্নত হোক, প্রবাসে থেকে এই আমাদের একান্ত কমনা।

মোহাম্মদ মোরশেদ আলী , *সউদি আরব থেকে*

সন্দেহের বাইরে

অস্ট্রেলিয়াতে এসে সারা বিশ্বের যে সকল দেশের নাগরিকরা অবৈধভাবে অবস্থান করছে সে দশটি দেশের একটি নির্ভুল পরিসংখ্যান ছক নিচে দেয়া হলো। এরা সকলেই প্রথমে বৈধভাবে এখানে এসেছিল। কিন্তু এখন অবৈধভাবেই ঝুলে আছে।

দেশ	**সংখ্যা**
বৃটেন	৬৪০০
আমেরিকা	৫৪০০
চায়না	৩৯০০
ফিলিপিন্স	৩৬০০
ইন্দোনেশিয়া	৩৩০০
দক্ষিণ কোরিয়া	২৮০০
জাপান	২৭০০
মালয়শিয়া	২০০০
থাইল্যান্ড	১৭০০
জার্মান	১৭০০

শুধু ১ জুলাই ২০০১ থেকে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত পর্যটক হিসেবে প্রবেশ করে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এখানে লাপাত্তা হয়ে যারা এখানো অবৈধভাবে দিন গুজরান করছে তাদের দেশ ভিত্তিক শতকরা হার নিম্নরূপ :

ইউক্রেন	৫.৫৪%
ফিলিপিন্স	৪.১৫%
মায়ানমার	৩.৯৪%
মেসিডোনিয়া	৩.৪৯%
জর্ডান	৩.২৩%
গৃস	৩.১৯%
রুমানিয়া	২.৪৭%

ক্রোয়েশিয়া	২.৪৫%
ভেনিজুয়েলা	২.৩৯%
বুলগারিয়া	২.৩৫%

১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যানে অবৈধভাবে থেকে যাওয়া ভ্রমণকারী(!) বাংলাদেশি পর্যটকদের স্থান ছিল চতুর্থ। ভাবতে ভালোলাগছে যে, এখন আমরা সেই সন্দেহ তালিকার বাইরে অবস্থান করছি।

বনি আমিন, *অস্ট্রেলিয়া থেকে*

এপার ওপার

বহাল তবিয়তে জাপান পৌছেছি। বেশ কয় বছর কেটে গেল। অনেকের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকলেও নির্বাচন করতে পারি না, সুখ কোথায়! ওপারের লোকজন যেমনভাবে *যতো সুখ ওপারে* তেমনি এপার বসে আমরাও মনে করছি *সব সুখ ওপারে*।

রাতুল, *জাপান থেকে*

রুমানা

যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিন থেকে তোমাকে নিয়ে মনের মধ্যে কতো যে স্বপ্ন দেখেছি তা তোমাকে লিখে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটি আজও তোমাকে বলতে পারিনি। রুমা, আমি জানতাম যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো। কিন্তু তুমি বলতে পারোনি লজ্জায় আর আমি ভয়ে, তাই সউদি আরব আসার আগে পর্যন্ত এই কথাটি তোমাকে বলতে পারিনি। রুমা, তুমি জানো না যে, সউদি আরব এসে শুধু তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কতো চেষ্টা করেছি।

মোহাম্মদ নোমান মিঞা, *সউদি আরব থেকে*

নারী চিন্তা

এই দেশের পুরুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একই চিন্তা ঘুরপাক করে সেটা হচ্ছে নারী! যদি এ দেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করেন তাহলে বুঝে যাবেন কতো ভদ্র এরা! এই দেশে শুধু ইন্দোনেশিয়ান মহিলারাই ঘরের কাজ করতে পারে। কারণ এদের কাছে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ নেই। যে যা বলে ঘরে তাই করে। আমি আবার বলছি, এই আরবদের কাছে চরিত্র বলতে কিছুই নেই। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই বসে টিভি দেখছে। ছেলেমেয়ের সামনেই বাবা

তাদের মাকে চুমু খেতে খেতে রুমে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আপনি ওই সময় ছেলেকে বাইরে কোথাও দেখা পেয়েছেন তখন যদি আরবিতে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার বাবা কোথায়?
ওই ছেলে কোনো রাখঢাক না রেখে বলে দেবে, বাবা আর মা কি করছে ঘরে!

মামুন, *মক্কা, সউদি আরব থেকে*

কুয়েতের রাজনীতি

কুয়েতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। এখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাকের পার্টি, ওয়ার্কার্স পাটি, ইসলামি সমাজকল্যাণ পরিষদ, যুবদল, জাসাস, শ্রমিকদল, জিয়া পরিষদ, যুবলীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।
যেহেতু কুয়েত রাজতন্ত্রের দেশ, তাই রাজনীতি নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের কোনো সংগঠনকে অনুমোদন দেয়নি, দলীয় কাজকর্ম করার জন্য সেই সংগঠন সভাপতি ও বিভিন্ন দলের কর্মীরা। স্ব-উদ্যোগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ব্যতিক্রম জাতীয়বাদী যুবদল। ঢাকা থেকে যুবদলকে অনুমোদন দিয়েছে।

রাজিব সেন, *কুয়েত থেকে*

বেশি আব্বু

ছোটবেলা থেকেই আব্বুকে খুব ভয় পেতাম। কিন্তু যতোটুকু ভয় পেতাম তারচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। বাসতাম বললে ভুল হবে, এখনো বাসি। ছোটবেলা থেকেই আব্বু দূরে দূরে থাকতেন যেখানে চাকরির পোস্টিং থাকতো। সে যাই হোক। আমার ছোট বোন এশা যখন আব্বুর কোলে উঠে বলে, আমার আব্বু। আপিরও আব্বু। কিন্তু আমার বেশি আব্বু। তখন আমার খুব হাসি পায়।
মনে পড়ে আমার সেই ছোটবেলার কথা। আমার যখন এশার মতো বয়স তখন আব্বু ছিলেন কুয়েতে। তখন আব্বুকে খুব মিস করতাম। অনেক সময় মন খারাপ করে কাদতাম।

তিসা, *খালিশপুর, খুলনা থেকে*

আমেরিকান স্টাইল

আমেরিকায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত পরিচয়পত্র। যে কোনো কাজের আগে রয়েছে পরিচয়পত্র দেখানোর। সে দেশে চোদ্দ বছর হয়ে গেলে যে কোনো ছেলেমেয়ে কাজ করতে পারবে

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। অথচ আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে, এর চেয়ে ছোট অর্থাৎ চোদ্দ বছরের নিচে ছেলেয়েমেরা অত্যন্ত কঠিন কাজ করছে। এক্ষেত্রে আইন থাকলেও তা মানা হচ্ছে।

লিপু কাদের , *শরীয়তপুর থেকে*

উন্নতি

এই মালয়শিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ বছর আগে হয়তো বাংলাদেশের মতো ছিল। কিন্তু আজ এ দেশের সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে এতো উন্নতি, সবার গাড়ি, বাড়ি, চাকরির সুযোগ আছে। এদের আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া যেতে বললেও কেউ যেতে রাজি হয় না।

বিবেকবান ব্যক্তিরা কি পারেন না বাংলাদেশকে ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে যাতে করে আমাদের মতো লোক প্রবাসে না থেকে দেশে গিয়ে চাকরি করে বাবা মা নিয়ে এক সঙ্গে থাকবে। সরকার যদি এই পদক্ষেপ এখন থেকে নেয় তাহলে আজ না হোক বিশ বছর পর হলেও আর কোনো বাঙালিকে বাবা মা ছেড়ে আমার মতো প্রবাসে দীর্ঘ সময় থাকতে হবে না। তা কি সম্ভব আমাদের দেশকে এসব দেশের মতো উন্নত করা?

নাজমুল, *মালয়শিয়া থেকে*

মনুষ্যত্ববোধ

ভালোবাসতে গিয়ে যারা সর্বস্ব বিষর্জন দিয়েও ভালোবাসা পেলেন না, এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে বেচে আছেন, নিজের জীবনের প্রতি তিক্ততা এসে গেছে তাদেরকে বলছি, নিউটন–এর একটি সূত্র, *শক্তির সৃষ্টি আছে, বিনাশ নেই*। ভালোবাসাও প্রায় অনুরূপ যা বিধাতাই আমাদের দান করেছে। আবার নতুন করে নিজের জীবনকে ভালোবাসা দিয়ে সাজাতে শুরু করেন। আমিও তাদের মাঝ থেকে একজনকে চাই যে মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে আমাকে ভালোবাসবে আমার পৃথিবীকে ভালোবাসবে, আমার লক্ষ্যে পৌছার জন্য আমাকে সহযোগিতা করবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *মরক্কো থেকে*

মা

কেমন আছো? অনেক দিন ধরেই ভাবছি লিখবো। উত্তর দিতে দেরি হলো, রাগ করোনি তো? লক্ষ্মী মা, আমার রাগ করো না। এখানে আসার পর থেকে এমনিতেই বড্ড একা হয়ে গেছি। তুমিও যদি রাগ করো, মা তবে কোথায় যাবো। সংসারের কাজ, তিতির ডে–কেয়ারে আনা–নেয়া, ভাষা শেখার কোর্স, বাজার–সদাই করতে করতে সময় যে কেমন করে চলে যাচ্ছে তা তোমাকে লিখে বোঝাতো

পারবো না। কান্না পেলেও কান্না করার কোনো উপায় নেই। মাগো, তোমাকে বড্ড মনে পড়ছে। তোমার কোলে মুখ লুকিয়ে খুব কাদতে ইচ্ছে করছে। আমার যে তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

ড. মোহাম্মদ মনজুর আলম
monjuralam@hotmail.com